জোট শাসনের শেষ বছর

জয়কালে ক্ষয় নেই, মরণকালে ওষুধ নেই

অনিরুদ্ধ ইসলাম

কথায় বলে- সব ভালো, যার শেষ ভালো। ক্ষমতার শেষ বছরে এসে সেই শেষটাই একেবারে লেজেগোবরে ফেলেছে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। আকাশ-জমিন যেদিকেই তাকানো যাচ্ছে, সেদিকেই সংকট। সরকার অবশ্য এই সংকটের কথা কিছুতেই স্বীকার করতে রাজি নয়। প্রতিক্ষেত্রে এই সংকটের বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশ করায় তারা দায়ী করছে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের। কখনো এ সংকটের দায়ভার চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীদের ওপর, কখনো চোরাচালানের ওপর। কিন্তু সমাধানের জন্য বিশেষ কিছু করা হচ্ছে না। আর যাও করা হচ্ছে তা এতো দেরিতে এবং এতোই অল্প যে, তাতে সমাধানের চেয়ে ঐসব সংকট আরো জটিল রূপ নিচ্ছে।

আখের স্বাদ তেতো

জোট সরকারের শেষ বছরে এসে মানুষকে এখন চিনি কিনতে হচ্ছে কেজিপ্রতি ৫২-৫৪ টাকায়। ভাগ্যিস আলতাফ চৌধুরী বাণিজ্যমন্ত্রী নেই। থাকলে তিনি এ চিনি সংকটে মানুষকে গুড় খাবার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু ঐ গুড় করার ওপরও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে চিনিকল এলাকাগুলোতে। আর সে নিয়ে বিরোধে পুলিশের গুলিতে কুষ্টিয়ায় প্রাণ দিয়েছে দু'জন আখচাষী। আখের স্বাদ তাই অঞ্চলের মানুষের কাছে নোনতা হয়ে গেছে। অন্যদিকে এতো বেশি দামে চিনি কিনতে গিয়ে চিনির মিষ্টতা আর নেই। মানুষের মুখে এখন তেতো স্বাদ।

চিনির এ পরিস্থিতি কেন? জোট সরকারের আগেও দেশের চিনিকলগুলোতে উৎপাদিত চিনি দেশের চাহিদা মিটাতে পারতো না। সে কারণে বাইরে থেকে চিনি আমদানি করা হতো। আগের সরকারগুলো এই চিনি আমদানি করতো সুগারমিল কর্পোরেশনের মাধ্যমে। বেশি প্রয়োজন দেখা দিলে টিসিবিও চিনি আমদানি করতো। কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় এসেই সরকারি ব্যবস্থায় ঐ চিনি আমদানি করা বন্ধ করে দিয়ে তা বেসরকারি আমদানিকারকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে এই আমদানিকারকরা বাজার ম্যানিপুলেশন করার এক বিরাট সুযোগ লাভ করে। অন্যদিকে জোট সরকার ক্ষমতায় এসে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার মতো চিনিকলগুলোও বন্ধ করে দেয়ার পদক্ষেপ নেয়। এ দুই মিলিয়ে গত বছরগুলোতে যে সংকট দানা বাঁধছিল তা এখন প্রকট রূপ নিয়ে চিনির মূল্যকে আকাশছোঁয়া করে দিয়েছে। এতে লাভবান হচ্ছে মুনাফাখোররা। এসব মুনাফাখোরের লাভ পাইয়ে দিতেই শিল্পমন্ত্রী নিজামী চিনি শিল্পের ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ নেন, তারই পরিণামকাল এখন বহন করতে হচ্ছে জোট সরকারকে।

জোট সরকারের শেষ বছরে এসে মানুষকে এখন চিনি কিনতে হচ্ছে কেজিপ্রতি ৫২-৫৪ টাকায়। ভাগ্যিস আলতাফ চৌধুরী বাণিজ্যমন্ত্রী নেই। থাকলে তিনি এ চিনি সংকটে মানুষকে গুড় খাবার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু ঐ গুড় করার ওপরও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে চিনিকল এলাকাগুলোতে। আর সে নিয়ে বিরোধে পুলিশের গুলিতে কুষ্টিয়ায় প্রাণ দিয়েছে দু'জন আখচাষী

ডাল-ভাতে বাঙালির নাজুক অবস্থা

চিনির পাশাপাশি বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য ডালের বাজারেও আগুন লেগেছে। মুগ-মসুর এমনকি গরিব মানুষের খেসারির দামও ক্রয়সীমার বাইরে পৌঁছে গেছে। জানা গেছে টিসিবি সময়মতো ডাল আমদানি করেনি। বেসরকারি আমদানিকারকরা এখানেও বাজারের সুবিধা নিয়েছে। সেখানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা সরকারের কোনোই ভূমিকা নেই।

আর চালের দাম গত চার বছরে বাড়তে বাড়তে এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে। সরকারের ভ্রান্ত কৃষিনীতির কারণে আমন ফসকে লক্ষমাত্রার চেয়ে কম উৎপাদিত হওয়ায় বাজারে চালের আমদানি কম ছিল। অন্যদিকে ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় আমদানিকারকরা ডালের এলসি খুলতে উৎসাহী হয়নি। জোট সরকারের আইনমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য ভোক্তা অধিকার আইন প্রণয়নের কথা বললেও (গত চার বছরে সে লক্ষ্যে) কোনো আইন প্রণীত হয়নি। বাঙালির ডাল-ভাত প্রায় গল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে সরকার। সামনের শেষ বছরে এসে যদি তারা মানুষকে রুটি খাওয়ার অভ্যাস করতে বলে, তাহলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী এর আগেও অবশ্য দেশের মানুষকে ভাত না খেয়ে কপি খেতে বলেছেন। তবে এ কপি খেয়েই হয়তবা মানুষকে বাঁচতে হবে, তার আমলম তো পাওয়া যাচ্ছে সার নিয়ে যে কেলেঙ্কারি চলছে সে বিষয়টা লক্ষ্য করলে।

আবার সার দিয়েই মার

জোট সরকারের শিল্পমন্ত্রী এ সার দিয়েই মার দিয়েছেন দেশের কৃষককে। আমন ফসলে ঘাটতি হওয়ায় কৃষকরা এবার বোরো চাষ করে কিছু সাশ্রয় চেয়েছিল। কিন্তু সেই বোরো জমিতে যখন সারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তখনই দেশব্যাপী শুরু হয়েছে সার সংকট। জানা যায়, সরকারের নীতির সঙ্গে

বনিবনা না হওয়ায় সারের ডিলাররা সার উত্তোলন করা থেকে প্রথম দিকে বিরত থাকে। এর ফলে যে সারের ঘাটতি দেখা দেয় তার সুযোগে সারের দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়। এদিকে বোরো মৌসুমে সার সরবরাহের জন্য সরকারের যে বিভিন্ন পয়েন্টে বাফার স্টক গড়ে তোলা হয় এবার সেটাও অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। সরকারিভাবে সারের বাফার স্টক গড়ে তোলার বদলে দলীয় ভিত্তিতে ডিলার নিয়োগ করা হয়। এ দলীয় ডিলাররা এখন আওয়াজ তুলেছে সারের ভতুর্কির টাকা সার উত্তোলনের আগে সরাসরি তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। সরকার যখন এতে রাজি হয়নি, তখন তারা সার উত্তোলন বন্ধ করে দিয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং শিল্পমন্ত্রী নিজামী এ বিষয়টি প্রথম থেকে খেয়ালে নেননি। জানা যায়, সারের ব্যবস্থাপনা নিয়ে অতীতে যেভাবে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ছেড়ে এবং সার বিতরণ নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হতো তার কিছুই করা হয়নি এবার।

এর পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে সার পরিবহন সমস্যা। যে সার বিভিন্ন স্থানে মওজুদ আছে তা নির্ধারিত পয়েন্টে পৌঁছে দিতে অস্বীকার করছে ট্রাকের মালিকরা। তাদের দাবি বর্ধিত ভাড়া। সেটা দিতে অস্বীকার করায় সরকারের কাছে কিছু সার মজুদ থাকলেও পরিবহনের অভাবে তা পৌঁছানো যাচ্ছে না। পরিবহনের ক্ষেত্রে এ দাম নিয়ে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনেও রয়েছে সরকার সমর্থক ট্রাক পরিবহন মালিক সমিতির কারসাজি। এ মালিকদের একজন বিএনপি দলীয় সাংসদ জিএম সিরাজ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কম ভাড়ায় তারা সার পরিবহন করবেন না। ফলে দেশে যেটুকু সার আছে, এই পরিবহন সংকটের কারণে তাও কৃষকদের কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে না।

এদিকে এ সময়েই দেশের সার কারখানাগুলোর অন্যতম যমুনা ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে। এমনিতেই দেশের প্রয়োজনের তুলনায় সার উৎপাদন কম। সার কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণে এ উৎপাদনের আরো ঘটতি সৃষ্টি হয়েছে।

এ সার সংকট নিয়ে দেশব্যাপী শুরু হয়েছে কৃষক বিক্ষোভ। বিক্ষুব্ধ কৃষকরা ডিলারদের ঘেরাও করছে। ঘেরাও করছে জেলা প্রশাসনকে। এ নিয়ে প্রশাসন হিমশিম খেলেও শিল্পমন্ত্রী নিজামীর বক্তব্য, দেশে কোনো সার সংকট নেই। সংবাদপত্রগুলো এ ব্যাপারে মিথ্যা সংবাদ দিচ্ছে। এ সার সংকট নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের জন্য যুবদল ঠাকুরগাঁয়ে সাংবাদিকদের হুমকি দিয়েছে। হুমকি দেয়া হচ্ছে অন্যত্র।

অথ : বিদ্যুৎকাহিনী

সারের সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদ্যুৎ সংকট। জোট সরকার গত চার বছরে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো কারা পাবে এ তালিকা নিয়ে মন্ত্রণালয় আর প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ের ঝগড়ায় শেষ পর্যন্ত দেশে কোনো নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়নি। বিদ্যুতের ব্যাপারে জোট সরকারের অবদান মাত্র ১০০ মেগাওয়াট। পুরনো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো মেরামতের জন্য বন্ধ থাকায় এবার গরম শুরু হওয়ার আগেই প্রতিদিন ৮০০ মেগাওয়াট লোডশেডিং করতে হচ্ছে। খোদ রাজধানীতেই গত সপ্তাহে লোডশেডিং ৫০০ মেগাওয়াটে পৌঁছে ছিল। এবার গ্রীষ্ম মৌসুমে এ লোডশেডিং ২ হাজার মেগাওয়াটে পৌঁছাবে।

সাপ্তাহিক ২০০০ এর আগেই রিপোর্ট করেছে যে, এ বিদ্যুৎ নিয়ে প্রতিমন্ত্রী কী অসহায় উক্তি করেছেন। প্রধানমন্ত্রী পরিস্থিতি সামাল দিতে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু ক্ষমতার শেষ আট মাসে বিদ্যুৎ নিয়ে সরকারের আর কিছু করার নেই, কেবল ড্যামেজ কন্ট্রোল ব্যবস্থাপনা করা ছাড়া। কিন্তু বিদ্যুতের কারণে কৃষকের সার সংকট কারখানার উৎপাদন সংকটের পাশাপাশি জনজীবনে নৈমিত্তিক প্রয়োজন যথা লেখাপড়া করার জন্য আলো, পানি তোলার জন্য পাম্প চালু রাখা, হাসপাতালে অপারেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে দুরবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে তাতে কোনো অংশের মানুষই এর থেকে বাইরে থাকছে না।

পল্লী বিদ্যুৎ সংকট

বিদ্যুৎ সংকটের মূল দায়ভার পড়ছে পল্লী বিদ্যুতের ওপর। পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড থেকে বিদ্যুৎ কিনে গ্রাম-গ্রামান্তরে বিতরণ করে। সমবায়ভিত্তিক এ ব্যবস্থাকে বিদ্যুতের ওপর জনগণের মালিকানা বলে প্রচার করা হতো কিন্তু এ পল্লী বিদ্যুৎ জনগণের ওপর চরম বোঝা হয়ে বসেছে। পল্লী বিদ্যুতের চার্জ, ট্রান্সফরমার, মিটার ভাড়া সব মিলিয়ে প্রাহকরা এখন ফুসে উঠেছেন। ঘটেছে কানসাট ট্র্যাজেডির মতো ঘটনা। জানা গেছে, পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ডের চেয়ারম্যান ভবনের যোগসাজশে যে দুর্নীতির দুষ্টচক্র গড়ে তুলেছে তাতে পল্লী বিদ্যুৎ জোট সরকারের ক্ষমতার পদপিষ্ট হয়ে আরো নাজুক অবস্থায় পড়বে।

জ্বালানি সংকট

বিদ্যুৎ সংকটের কারণে দেশে জ্বালানি সংকট এ সময়ে আরো তীব্র হয়েছে। অবশ্য প্রতিদিন এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমগুলোর বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমগুলো সংবাদচিত্রে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরলেও জ্বালানি উপদেষ্টা জোর গলায় দাবি করছেন, তিনি দেশ ঘুরে দেখে এসেছেন কোথাও জ্বালানি সংকট নেই। আর সংকট যদি হয়েও থাকে, তাও চোরাচালানের মাধ্যমে তেল পাচার হয়ে যাওয়ার কারণে। এ সম্পর্কে সাপ্তাহিক ২০০০ বিস্তারিত রিপোর্ট করেছে।

আকাশ সংকট

এবার হজ মৌসুমে যাত্রী পরিবহন নিয়ে বিমানের তোগলকী কারবারের জন্য প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র মীর নাসিমকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয়। সেই বিমানের বলি হয়ে গেলেন নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। হজ পরিস্থিতি সামাল না দিতেই বিমান বহরের বিমানগুলো একসঙ্গে গ্রাউন্ডেড হয়ে যাওয়ায় বিমানের শিডিউল একেবারে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। সেই লন্ডভন্ড শিডিউল ঠিক করতে তাৎক্ষণিকভাবে বিমান লিজ নেয়ার চেষ্টা হলেও সেটা দ্রুত সম্ভব হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কম। এ বিমান কাহিনীই লিখেছে ২০০০ তার গত সংখ্যায়। বিমান থেকে অর্থ লুটে নেয়ার পরিকল্পনায় যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, ক্ষমতার শেষ বছরে এসে সেটাই এখন মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়েছে সরকারের জন্য। কিন্তু তাতেও সরকারের উপর মহলে কোনো হুঁশ হচ্ছে বলে মনে হয় না।

এবং রাজনৈতিক সংকট

জোট সরকারের এই জেরবার অবস্থায় যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক সংকট। বিরোধী দলের আন্দোলন তো আছেই। সরকারি জোটের শরিকরা তাদের যার যার এজেন্ডা নিয়ে মাঠে। আমিনী ইসলামী আদালত গঠনের কথা বলেছেন। বলেছেন কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের কথা। জামায়াত দাবি করছে, এরপর খালেদা-নিজামীর সরকার নয়, নিজামী-খালেদার সরকার হবে। তারা এবার বেশিসংখ্যক আসনের দাবি তুলেছে। আর বিরোধী দল সংসদে ফিরে গেলেও সংস্কার প্রস্তাব মানা না হলে তারা কোনো প্রকার সমঝোতায় আসবে না বলেই ধারণা।

জয়কালে ক্ষয় নেই, মরণকালে ওষুধ নেই

সব মিলিয়ে জোট শাসনের শেষ বছর তাদের মরণকাল বলেই চিহ্নিত হচ্ছে বলে মনে হয়। জোট সরকার যেদিকেই হাত দিচ্ছে সেদিকেই সংকট। কোনো সমাধানের পথ তারা খুঁজে পাচ্ছে না। এটা অনেকটা বাংলা প্রবাদের অবস্থা 'জয়কালে ক্ষয় নেই, মরণকালে ওষুধ নেই'। এ প্রবাদেরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটছে জোট শাসনের শেষ বছরে।